সুহাসিনী নাসরিন আর নেই!

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

ঘাসফুল এর অকৃত্রিম বন্ধু এবং এ্যাকশন-এইড বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর সুহাসিনী নাসরিন হক আর নেই! ইথার ঝাঁঝরা করা তথ্যকণা ই-মিডিয়া আর মুঠোফোনের বদৌলতে প্রতিদিন অসংখ্য দুর্ঘটনা, খুন, জখম এর সংবাদ শ্রবনে সকাল হয় আমাদের। দুঃসংবাদ কিংবা কালো সংবাদগুলো চোখ-কান দুই ইন্দ্রিয় জ্বালাতন করলেও নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করি, ওতো সংবাদ মাত্র, অত:পর আবার বেঁচে থাকার আয়োজনে যোগ দিই। ঘটনাগুলো এক এক করে হয়তো বছর শেষে পরিসংখানবিদের গণনায় উঠে আসবে এভাবে, সারা বছরে খুনের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত, ধর্ষণের সংখ্যা ভয়ংকর, এজাতীয় সব অলক্ষুনে কথাবার্তা। ওসব জ্ঞানী-গুনীদের জন্য সংরক্ষিত থাক। আমি সাধারন শান্তিপ্রিয় নাগরিক। জগতের শান্তি, ছেলে-সন্তান, নাতী-নাতনী, পরিচিত আত্মীয়-স্বজন, সুজনদের শান্তি এবং মঙ্গল কামনায় সদা কাতর থাকি। কিন্তু কখনো ভাবিনি আলকাতরারূপী এই কালো সংবাদগুলো সোজা মাথা ভেদ করে, কলিজা ফুটো করে নিজের হয়েও আসতে পারে।

নিহত নাসরিন পারভিন হক

তেমনি একটি সংবাদ ঠিক আমার শরীরের সমস্ত অনুভুতি জব্দ করে, হৃদকম্পন স্তব্দ করে হৃদয়েই আঘাত হেনেছে: নাসরিন মারাত্মকভাবে আহত! হায় খোদা! তখনো কি আমি জানতাম তারচেয়ে সহস্র, লক্ষগুণ ভয়ংকর সংবাদ অপেক্ষা করছে আমার জন্যে! নাসরিনের গাড়ী-দুর্ঘটনায় আহত করুণ চেহারাটা বিনাচেষ্টায় মানসপটে ভাসছে। আমার বারবার মনে হচ্ছিল অসহায় ডুবন্ত শিশুর আকুলতা নিয়ে নাসরিন হাত বাড়িয়ে আছে আমার দিকে। হায়, আমি কী করি! নিজেকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করি, ওতো সংবাদ মাত্র, দু'দিন পরেই সুস্থ হয়ে উঠবে। আমি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম নিজেকে কিছুতেই আশ্বস্ত করতে পারছি না। নিজের বিরুদ্ধে নিজের যুদ্ধ। হাজারো প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করি, আর ভাবি এতো অনেকেরই হয়, মাঝে কয়েকদিন ডাক্তারখানা তারপর আবার সুস্থতা, আবার হাসি-কান্না। আমাদের নাসরিন আবার মন্থর গতিতে হাঁটতে-হাঁটতে কাছে এসে দাঁড়াবে, দর্শনীয় মৃদু হাসিটি দিয়ে অন্তরের ভেতরে কাঁপন ধরাবে। কিন্তু হায় কী হলো আমার! মন থেকে কিছুতেই তার অসহায় মুখটি সরানো যাচ্ছে না। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে চোখের পানি আটকাবার জন্য বাস্তবতার হাজার হাজার যুক্তির বাঁধ রচনা করলাম। অসহায় হয়ে এই দৃশ্য সহ্য করে যাচ্ছিলাম। আকাশ-পাতাল ভেবে কোন কুল-কিনারা পাচ্ছিলাম না, কেন এমন মনে হচ্ছে। আমার অবচেতন মন কী সে কথা জেনে গেছে? যেখানে মানুষ গেলে আর ফিরে আসে না। কষ্ট ধারণের ক্ষমতা আমার নেই তাই বড়ই কাতর হয়ে পড়লাম। হায়রে মেয়ে! হয়তো যন্ত্রণায় ছটফট করছে কিংবা নির্জীব হয়ে পড়ে আছে হাসপাতালের বেডে, অনাকাংখিত

গমনাগমনের দৃশ্যপট ডাক্তারদের দরজায়। বড় আশা নিয়ে হাত তুললাম, প্রভু! নাসরিনের এই চেহারা যে আমার আর সহ্য হয় না, করুনা করো দয়াময়, ফিরিয়ে দাও ওর হাসিভরা মুখ।

শুনে পাথর হলাম! নাসরিন আর নেই! নেই মানে কী? আমি কি আর অন্তত একটি মুহুর্তের জন্যও তাকে দেখতে পাবো না। শুধু একবার! আমার মৃত্যুর আগে যদি একটিবার দেখতাম তার নির্মল শান্ত স্নিগ্ধ দীঘির কাকচক্ষু জলের হাসিটি! যে হাসি মিলিয়ে যায় কিন্তু অনুভুতি রেখে যায় নিরন্তর। শোকাহতের কোন যুতসই ভাষা আমি পাবো না, আমি বেশ জানি। তবুও কলম আমার ধরতে হলো। বিবেক আমাকে তাড়া করে খাতা-কলম নিয়ে বসালো। আপনজনের মৃতুতে বিয়োগ ব্যথায় হয়তো লিখতে পারবো না কিছু, কিন্তু হৃদয়ের বিলাপতো করতে পারি। মর্ম-বেদনাক্রান্ত হৃদয়ের বিলাপ দিয়ে যদি হালকা হওয়া যায়, এ আশায় আমার কলম ধরা।

নাসরিনকে নিয়ে আমার অনেক স্মৃতি। তার সাথে আমার বহুমাত্রিক সম্পর্ক। হেলেন কিলার সংগঠনে কাজ করার সময় তার সাথে আমার পরিচয়। পরিচয় থেকে মৃত্যু অবধি তার সাথে আমার সম্পর্ক যোগাযোগ ছিলো নিবিড়, আন্তরিক। নাসরিনের কথা মনে পড়লে আমার মনে হয় এসিড দগ্ধ নারীদের মুক্তির দুত নাসরিন, ব্রেষ্ট ক্যান্সারাক্রান্ত নারীদের হাসি ফোটানোয় নিবেদিত এক সত্যিকারের আলোকিত নারী নাসরিন, নিরহংকারী অত্যন্ত সাদামাটা এক গুনী নারী নাসরিন। আজ যে স্মৃতি বারবার মনে পড়ছে তার রাঙামাটি সফরের কথা। সে অনেকদিন আগের কথা। ঢাকা থেকে দলসহ রাঙামাটি ভিজিটে যাচ্ছে। আমার স্বামী রহমান সাহেব জীবিত তখন। তাদের গাড়ী যখন আমার চট্টগ্রামস্থ বাসার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ওর হঠাৎ মনে হলো এখানেই তো পরাণ আপার বাসা। তৎক্ষনাৎ নাসরিন গাড়ী থামালো। সহকর্মীদের কাছ থেকে কিছু সময় চেয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার বাসায় উঠলো। তখন আমি খাবার টেবিলে। নাসরিন যেভাবে ঝড়ের গতিতে এলো ঠিক সেভাবেই বললো, "আপা আপনার পাশ দিয়েই যাচ্ছিলাম, অথচ আপনাকে দেখে যাবো না, মন সায় দিলো না আপা, তাই এক নজর দেখতে ছুটে আসলাম"। কিংকর্তব্যবিমুঢ় আমি তাকে খাওয়ার টেবিলে আমাদের সাথে যোগ দিতে বললে নাসরিন বলে "নীচে অনেক লোকজন অপেক্ষা করছে, রাঙামাটি যাচ্ছি"। রাঙামাটি যাওয়ার পথে ব্যস্তমতম সময়ে সহকর্মীদের কাছ থেকে সময় চেয়ে নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে আসছে নাসরিন, একথা ভেবে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথে নীচে নেমে আসলাম আমি। হাতজোড় করে সবাইকে এককাপ চা খাওয়ার জন্য সময় ভিক্ষে চাইলাম। সবাই রাজী হয়ে আমাকে ধন্য করলো সেদিন। ফ্রিজে যা ছিলো কেক, চানাচুর, বিস্কুট দিয়ে কোনরকম আপ্যায়ন করার চেষ্টা করলাম। নাসরিন বারবার দুঃখ করতে লাগলো আপা আপনার জন্য কিছুই আনতে পারলাম না। চা-নাস্তা শেষে ছোটনকে নিয়ে (নাছরীনের স্বামী) নিয়ে সবাই মিলে টুকটাক রসিকতা হলো। ব্যস্ত দল নাসরিনকে নিয়ে যখন "আপা যাই" বলে ফিরে যাচ্ছিলো তখন বলেছিলাম, "যেতে নাহি

দেবো"। নাসরিন হাত ধরে অত্যন্ত দরদভরা গলায় বলেছিলো "আপা বিদায় দিন, আমি আবার আসবো"। আজ সজল নয়নে বার বার প্রশ্ন করি নিজেকে, নাসরিন কি আর আসবে? তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক পারিবারিক ক্ষেত্রে, কর্ম ক্ষেত্রে, আদর্শ আর ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। এ্যাকশন-এইড এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে চট্টগ্রামে প্রথম কাজ শুরু করে ঘাসফুল। ঘাসফুল এর সাথে এ্যাকশন-এইড এর দীর্ঘ উন্নয়ন যাত্রাপথে নাসরিন একজন অকৃত্রিম বন্ধু এবং পরম সহায়তাকারী হিসেবে পুরো ঘাসফুল পরিবারের কাছে মর্যাদার আসনে অধিষ্টিত হয়ে আছেন এবং থাকবেন। একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে সবসময় চেষ্টা করতাম চট্টগ্রামে আমাদের সাথে আরো যেসব সংগঠন কাজ করছে তারাও যেন এ্যাকশন-এইড এর সাথে কাজ করতে পারে, আর সে লক্ষে আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থানীয় বহু সংগঠনকে দাতা সংস্থা এ্যাকশন-এইড এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। পরবর্তীতে এরকম অনেক সংগঠনও এ্যাকশন-এইড এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করার সুযোগ পায়। এ্যাকশন-এইড এর সাথে আমাদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। আমরা পরস্পর পরস্পরের পরীক্ষিত বন্ধু। বর্তমানে তাদের সাথে প্রকল্পের কার্যক্রম সফল সমাপ্তি হলেও আমাদের সাথে সম্পর্ক রয়েছে পূর্বের মতো আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ। আগামী দিনে এ্যাকশন-এইড এর সাথে আমাদের আবারো নতুন প্রকল্পে কাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। নাসরিন তার বর্ণিল জীবন সংক্ষিপ্ত করে ফিরে গেলো পরাপারে। যেখানে জীব মাত্রই যেতে হয়। না চাইলেও যেতে হয়, সেই অনন্তকালের জীবনে। জন্মিলে মরিতে হইবে/অমর কে কোথায় রবে/ চিরস্থায়ী...../হায়রে জীবন নদে। আমি তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, চেয়ারম্যান, ঘাসফুল, পশ্চিম মাদারবাড়ী, চট্টগ্রাম।